খুচরো কথা- ৬

(নারী দিবস এবং অন্যান্য)

নন্দিনী হোসেন

১৬ই মার্চ ২০০৬

নারী দিবসে সাতরং এ কিছু লেখা হয় নি। কিছুটা ব্যস্ততা কিছুটা অসুস্থ্যতার জন্য লেখা হয় নি। কেউ কেউ মেইল করে জানতে চেয়েছেন কেন লিখছি না কিছু, কেন একটা লেখা লিখতে এত দেরী করি আমি ! হাসি পায়,আবার ভালো ও যে লাগে না তা যদি স্বীকার না করি তাহলে ডাহা মিথ্যা বলা হবে । যাই হোক, নারী দিবসের কথা নিয়ে দু একটা কথা বলতে চাই। নারী দিবসের নামে লেখা আহ্বান করলে ও- আমি ব্যক্তিগত ভাবে এই দিবস পালনের পক্ষে নই। বরং ভাবলে কিছুটা অপমানিতই লাগে ! নারী দিবস আবার কি ? পুরুষ দিবস বলে কি কিছু আছে ? অন্তত আমি জানি না। কেউ জানলে দয়া করে আমাকে জানাতে ভুলবেন না। আমার মতে নারী দিবস এখন তুলে দেওয়া উচিত। এ যেন অনেকটা সবাইকে মনে করিয়ে দেওয়া, নারী নামক **ভালনারেবল** এক ধরনের আলাদা প্রজাতি আছেন - যাদের জন্য আলাদা একটা দিবস না রাখলে উনারা হারিয়ে যাবেন ! প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে আর কি !

বাংলাদেশে এখন পুরুষরা এই দিনে বেশ সেজে গুজে নারীদের সাথে বিভিন্ন সভা সেমিনারে গিয়ে মিলে মিশে সুন্দর সুন্দর কথা বলেন। একদিনের জন্য নারীর প্রতি দরদ আথাল পাতাল করে উঠে। সভা শেষে বাসায় গিয়ে নিজেদের নারীর সাথে ব্যবহারে এসব কথা অনেকেরই আবার বেমালুম ভুল হয়ে যায়। যুগের ফ্যাশন বলে কথা ! পিছিয়ে থাকা তো আর যায় না। নিজেকে প্রগতিশীল প্রমান করতে হলে সভা সেমিনারে এসব বলতে হয় ! নিজে বিশ্বাস করুন চাই না করুন তাতে কি আসে যায় । তবে একটা কথা বলতেই হয় । এবারে নারী দিবসের স্লোগান, 'সিদ্ধান্ত গ্রহনে নারী' শুনতে বেশ ভারিক্কি লেগেছে। মন্দ কি। বছরে একদিন এরকম কথা শুনতে পেলে নারীরা ও বর্তে যাবে ।

তবে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটা দেশে যে নারীরা এগিয়ে এসেছে অনেক খানি, এটা স্বীকার করতেই হবে। তার জন্য দেশের সরকার গুলোর চেয়ে এন জি ও দেরই ধন্যবাদ প্রাপ্য বেশী। নারী কাজ করছে না, অথবা করতে পারে না এমন কোন বিষয় নেই। তবু কেন নারী সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না,অন্তত তার নিজের জীবনের ক্ষেত্রে ? যেখানে তার নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত একজন নারী স্বাধীন ভাবে আজ ও নিতে পারে না - সেখানে আর ও বড় ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্ত গ্রহন ক্ষমতা পেতে হলে আর ও অনেক দূর যেতে হবে। দৃঢ়তার সাথে হাঁটতে হবে আর ও অনেক পথ। যোগ্যতা প্রমান করতে হবে মেয়েদের ই। ঘরে বসে

সাজগুজ আর হিন্দি সিরিয়াল দেখে সময় নষ্ট করলে, শাড়ি গয়না ছাড়া পাওয়া হবে না কিছুই ! মনে রাখতে হবে অধিকার দেবার জন্য কেউ রাস্তার ধারে ফুলের মালা হাতে দাঁড়িয়ে থাকে না।

মুক্তি শরীফের লেখায় যেমন জানা গেছে নারী দিবস মানে, ছেলে বন্ধুর তরফ থেকে ফুল অথবা উপহার পাওয়াই হচ্ছে তাদের নারী দিবস পালন। আমার কাছে ব্যাপার টা অনেকটা সে রকম ই মনে হয় আসলে। কারণ আমাদের দেশে ও এখন যেরকম একটা সাজ সাজ রব পরে যায়। ভাব সাব দেখে মনে হয় এ যেন আরেক টা ভালোবাসা দিবস বা এরকম কিছু একটা ! নারী দিবসের আগের দিন রাতে বাংলাদেশের একটা চ্যানেল এ দেখলাম কয়েক জন পুরুষ আলোচক বৃন্দ অন্য একটা বি ষয় নিয়ে আলোচনা শেষে বললেন, কাল তো আন্তর্জাতিক নারী দিবস ! সকল নারী দের প্রতি রইল আমাদের শুভেচ্ছা। নাহ ! এই কথা নিয়ে আমার মোটেই কোন আপত্তি নেই। সুন্দর কথা। কিন্তু একজন আলোচক কথা টা উচ্চারণ করেই এমন করে হাসছিলেন ,যার ব্যখা আমার কাছে মনে হয়েছে, বাচ্চাদের খেলনা দিয়ে যেমন খুশি করা হয়, তেমনি নারী কে একদিন 'দিবস' উপহার দিয়ে বড় ই ধন্য করা হয়েছে ! এই একদিনের খুশী নিয়ে সারা বছর তারা ঢেকুর তুলবে। যাই হোক আমি শেষ লাইন টা শেষ করতে চাই এই বলে যে, আগামী বছর সাতরং এ আর কোন নারী দিবস পালন করা হবে না।

অবশেষে 'অরিন্দম কহিলা বিষাদে'! আমাদের জোট সরকার কে স্বীকার করতেই হলো দেশে শায়খ রহমান, বাংলা ভাইরা ছিল এবং দিব্বি ছিল দুধে ভাতে ! নিজামী গং দের মুখ লুকিয়ে ও আর কোন লাভ হবে না। দেশের আপামর জন সাধারণ দেখেছে, জেনেছে এবং বোঝেছে কে বা কারা সত্যি ও কারা মিথ্যা বলেছিল এতকাল। এক যবনিকা উঠলো বটে, শেষ টুকু দেখা এখন ও ঢের বাকি। শেষ অংশ টুকুর যবনিকা কি ভাবে উঠে তাই এখন দেখার বিষয় ।

কল্যাণ হোক সকলের।

nondinihussain@gmail.com